সনাতন ... বস্তু বা প্রাণীর মধ্যে যে পার্থক্য ... রামানুজ বলেন ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। ব্রহ্মের সদৃশ যেমন নেই, ঠিক তেমনি ব্রহ্মের অসদৃশ কিছু নেই। তাই ব্রহ্মের বিজাতীয় ভেদও নেই। আর স্বগত ভেদ বলতে বোঝায় একই বস্তু বা প্রাণীর বিভিন্ন অংশের ভেদ। যেমন, একটি গরুর বিভিন্ন অংশের যে পারস্পরিক ভেদ তাই হল স্বগত ভেদ। ব্রহ্ম এক ও সনাতন হলেও ব্রহ্মের চিৎ ও অচিৎ এই দুটি অবিচ্ছেদ্য অংশকে রামানুজ স্বীকার করেন। রামানুজের মতে ব্রহ্মের স্বজাতীয়, বিজাতীয় ভেদ না থাকলেও স্বগত ভেদ আছে। চিৎ এবং অচিৎ অংশকে ব্রহ্ম থেকে আলাদা করা যায় না। দুটি অংশই সত্য। চিৎ ও অচিৎ অংশের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধ হল 'অপৃথকসিদ্ধি' সম্বন্ধ।

*সগুণ ব্রহ্ম অসংখ্য গুণের অধিকারী*

রামানুজের ব্রহ্ম সগুণ এবং অসংখ্য সৎ গুণের অধিকারী। তিনি ব্রহ্মকে শংকরের মতো নির্গুণ বলেননি। উপনিষদেও ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হয়েছে। অর্থাৎ ব্রহ্ম গুণাতীত। রামানুজ বলেন, ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষ। ব্রহ্ম পরমতত্ত্ব। ব্রহ্মে সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ গুণ বর্তমান। অর্থাৎ তিনি সদ্বস্তু, নিত্য ও অপরিণামী। ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ, তাই তিনি জ্ঞানস্বরূপ। তিনিই আনন্দস্বরূপ। ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও অনন্ত গুণের অধিকারী। তিনি করুণাময়, মঙ্গলময়, সচ্চিদানন্দস্বরূপ। সৎ, চিৎ ও আনন্দ হল ব্রহ্মের স্বরূপ গুণ। ব্রহ্মের চিৎ অংশ জীবে পরিণত হয় আর অচিৎ অংশ থেকে জড় জগতের সৃষ্টি। তাই ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। জীব ও জগৎ—ধ্বংসকালে আবার ব্রহ্মেরই অংশরূপে বিরাজ করে। চিৎ ও অচিৎ—ব্রহ্মের এই দুটি অংশ যখন জগৎ সৃষ্টির আগে ব্রহ্মে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে তখন ব্রহ্ম হলেন কারণ-ব্রহ্ম। আবার চিৎ ও অচিৎ অংশ যখন জীব ও জগৎরূপে ব্যক্ত হয় তখন ব্রহ্ম হলেন কার্য-ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালন কর্তা ও সংহারক। ব্রহ্ম বহুর মধ্যেও এক।

*বিভিন্ন উপমার দ্বারা ব্রহ্মের-চিৎ ও অচিৎ অংশের সম্পর্ক প্রকাশ*

রামানুজ ব্রহ্মের চিৎ ও অচিৎ এই দুটি অবিচ্ছেদ্য অংশকে স্বীকার করেছেন। তিনি বিভিন্ন উপমার সাহায্যে ব্রহ্মের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য দুটি অংশ (চিৎ ও অচিৎ)-এর সম্পর্ক প্রকাশ করেছেন। তিনি ব্রহ্মকে আত্মার সঙ্গে এবং জড় জীবকে দেহের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, দেহ যেমন আ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তেমনি জীব ও জগৎ-ও ব্রহ্ম দ্বারা নিয় জীবের দেহের পরিবর্তনে আত্মা পরিবর্তিত হয় না। জ জীবের পরিবর্তন হলেও ব্রহ্ম অপরিণামী। রামানুজ কখনও ব্রহ্মকে ও রাজার সঙ্গে করে বলেছেন, রাজা যেমন প্রজাদের পরিচালিত করলেও প্রজাদের সুখ-দুঃখ রা

Scanned by CamScanner

দুঃখ নয়, তেমনি ব্রহ্মও জীব-জগৎকে পরিচালিত করলেও তিনি অপরিণামী। রামানুজ বিভিন্ন উপমার সাহায্যে ব্রহ্মের সঙ্গে জীবাত্মা ও জড়জগতের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করলেও একটি প্রশ্ন থেকেই যায় অবিচ্ছেদ্য অংশের পরিণাম হওয়া সত্ত্বেও ব্রহ্ম কীভাবে অপরিণামী থাকেন? এই বিষয়টি রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে স্পষ্ট নয়।

সৎকার্যবাদ বলতে বোঝায় কার্য উৎপত্তির আগে কারণে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। সৎকার্যবাদের দুটি রূপ—একটি হল পরিণামবাদ। অপরটি হল বিবর্তবাদ। বিবর্তবাদ অনুসারে জগৎ হল ব্রহ্মের বিবর্তরূপ, রজ্জুতে সর্পভ্রমের মতো (আচার্য শংকর বিবর্তবাদকে স্বীকার করেন। কারণ নির্গুণ ব্রহ্মই একমাত্র সৎ। জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মজ্ঞানে বাধিত হয়)। অপরদিকে পরিণামবাদ অনুসারে কারণ সত্যিই কার্যে পরিণামপ্রাপ্ত হয়।

*রামানুজের মতে জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম, বিবর্ত নয়*

রামানুজ পরিণামবাদের সমর্থক। সৃষ্টির আগে ব্রহ্মের চিৎ এবং অচিৎ অংশ ব্রহ্মেই নিহিত থাকে। চিৎ অংশ থেকে জীব, অচিৎ অংশ থেকে জগৎ সৃষ্টি হয়। মাকড়সা যেমন দেহের ভিতর থেকে তন্তু বের করে জাল রচনা করে, তেমনি ব্রহ্মও অচিৎ অংশ থেকে জড়জগৎকে সৃষ্টি করেন। ব্রহ্ম-সৃষ্ট এই জড়জগৎ সত্য। ব্রহ্মের সৃষ্টিকার্য মিথ্যা নয়। তাই রামানুজের মতে জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত নয়, পরিণাম।

রামানুজ ব্রহ্মকে সগুণ ও সবিশেষ বলেছেন। এই সগুণ ব্রহ্মই হলেন ঈশ্বর। তিনি করুণাময়, মঙ্গলময়। তিনিই শক্তিহীন জীবকে শক্তিদান করেন। জ্ঞানহীনকে জ্ঞান, ভক্তিহীনকে ভক্তিদান করেন। ক্ষমাপ্রার্থীকে ঈশ্বর ক্ষমাও করেন। এই মঙ্গলময়, করুণাময় সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই হলেন জীবের উপাস্য। জীবের চরম লক্ষ্যই হল ঈশ্বরপ্রাপ্তি। মঙ্গলময় ঈশ্বরের করুণা ব্যতীত জীব কখনোই মোক্ষলাভ করতে পারে না। রামানুজের দর্শনে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর জীবের কর্মফলদাতা। তিনি কর্ম অনুসারে জীবকে পরিচালিত করেন। জীবের উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই ব্রহ্ম জীবজগৎ পরিচালিত করেন, ব্রহ্মের কোনও উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। ব্রহ্ম তাই জগতের অতিবর্তী।

*ব্রহ্ম ও ঈশ্বর এক*

## নবম পরিচ্ছেদ : শংকরের মায়াবাদ বা অবিদ্যাকে রামানুজের খণ্ডন (Ramanuja's refutation of Sankara's Mayavad or Avidya)

শংকরের দর্শনে মায়া ব্রহ্মের অনির্বচনীয় শক্তি। এই মায়াই হল অবিদ্যা বা অজ্ঞান। শংকরের মতে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। জগৎ মায়ার সৃষ্টি। মায়া সৎ নয়, অসৎ-ও নয়। তত্ত্বজ্ঞানী বা ব্রহ্মজ্ঞানীর কাছে মায়াই একমাত্র পরমার্থিক সৎ। রামানুজ মায়াকে অবিদ্যা বলেননি। তাঁর মতে ব্রহ্ম চিরপ্রকাশমান। মায়া কখনোই ব্রহ্মকে আবৃত করতে পারে না। ঈশ্বরের জগৎ-সৃষ্টির মতো মায়াও সত্য। মায়া ব্রহ্মেরই অংশ। রামানুজ শংকরের মায়াবাদের বিরুদ্ধে সাতটি আপত্তি উত্থাপন করেছেন। এই সাতটি আপত্তি হল :

**(ক) আশ্রয়-অনুপপত্তি :** শংকরের মায়াবাদের বিরুদ্ধে রামানুজ বলেন যে, শংকরের অদ্বৈতবাদে মায়ার কোনও আশ্রয় থাকতে পারে না। অজ্ঞানস্বরূপ মায়ার আশ্রয় জ্ঞানস্বরূপ

Scanned by CamScanner

ব্রহ্ম হতে পারে না। কারণ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম যদি অজ্ঞানস্বরূপ মায়ার আশ্রয় হয় তবে ব্রহ্মের স্বরূপের হানি ঘটবে। আবার জীবও অবিদ্যা-প্রসূত। তাই জীবও অবিদ্যা বা মায়ার আশ্রয় হতে পারে না। জ্ঞান ও অজ্ঞান পরস্পরবিরোধী, তাই এদুটি একস্থানে অবস্থান করতে পারে না। শংকরের মায়ার কোনও আশ্রয় নেই বলে তা অসিদ্ধ।

(খ) অনির্বচনীয়-অনুপপত্তি : শংকর মতে মায়া অনির্বচনীয় বা সদসদ্বিলক্ষণ। রামানুজ শংকর মতের সমালোচনা করে বলেন, বস্তু মাত্রই সৎ বা অসৎ হবে। সৎ ও অসৎ—এই দুটি শব্দ পরস্পরবিরোধী। কোনও কিছুকেই একই সঙ্গে সৎ বা অসৎ বলা যায় না। মায়া বা অবিদ্যা কীভাবে একই সঙ্গে সৎ ও অসৎ হতে পারে?

(গ) তিরোধান-অনুপপত্তি : শংকরাচার্য বলেন, ব্রহ্ম স্বপ্রকাশক, মায়া বা অবিদ্যা এই স্বপ্রকাশক ব্রহ্মকে আবৃত করে রাখে। রামানুজ শংকরের এই সত্যকে মেনে নেননি। তিনি শংকরের মতের বিরোধিতা করে বলেন, স্বপ্রকাশক ব্রহ্ম মায়ার দ্বারা আবৃত হলে নিত্য ব্রহ্মের স্বরূপের নাশ হবে বা তিরোধান ঘটবে। ব্রহ্মও অসিদ্ধ হবে।

(ঘ) স্বরূপ-অনুপপত্তি : অদ্বৈতবাদে মায়া বা অবিদ্যা দোষযুক্ত। মায়ার জন্যই বৈচিত্র্যময় জগৎ প্রতিভাত হয়েছে। এই মতকে খণ্ডন করে রামানুজ বলেন, মায়ার স্বরূপকে ব্যাখ্যা করা যায় না (মায়া সত্য না মিথ্যা)। মায়া সত্য হলে ব্রহ্ম ও মায়া উভয়ের সত্তাকে স্বীকার করতে হয়। আবার উভয়ের সত্তাকে স্বীকার করলে অদ্বৈতবাদকে দ্বৈতবাদ বলা হয়। মায়া মিথ্যা হলে এই বৈচিত্র্যময় ব্যবহারিক জগতের কারণ হতে পারবে না। রামানুজ তাই বলেন, মায়ার স্বরূপ অসিদ্ধ।

(ঙ) নিবৃত্তি-অনুপপত্তি : অদ্বৈত মতে ব্রহ্ম-জ্ঞানের দ্বারাই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। রামানুজ শংকরের মতের বিরুদ্ধাচরণ করে বলেন, মায়ার নিবৃত্তি সম্ভব নয় কারণ মায়া সৎ।

(চ) নিবর্তক-অনুপপত্তি : অদ্বৈতমতে বা শংকরের মতে নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞানই অজ্ঞানরূপ মায়ার নিবর্তক। রামানুজ অদ্বৈতবাদের এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেন, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, গীতা ইত্যাদি গ্রন্থে সগুণ ব্রহ্মের উল্লেখ রয়েছে। নির্গুণ, নির্বিশেষ ব্রহ্মের উল্লেখ নেই। প্রশ্ন হল নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান কীভাবে অচিৎ শক্তির নিবর্তক হবে? ব্রহ্মের অংশ মায়া হল ব্রহ্মের অচিৎ শক্তি। রামানুজের মতে সগুণ ব্রহ্মের জ্ঞান দ্বারাই সম্ভব হয়।

এই দুটিকে ব্রহ্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলেছেন। ব্রহ্মের চিৎ অংশ থেকে জীবের সৃষ্টি এবং অচিৎ থেকে জড় রামানুজের অদ্বৈতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈত বলে পরিচিত কারণ পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম বা ঈশ্বর—চিৎ ও অচিৎ এই দুটি অংশ দ্বারা বিশেষিত।

রামানুচার্য ব্রহ্মসূত্রের উপর 'শ্রীভাষ্য' এবং গীতার উপর একটি ভাষ্য রচনা করেন। এছাড়াও তিনি বেদান্তদীপ, বেদান্তসংগ্রহ, বেদান্তসার ইত্যাদি রচনা করেন।

রামানুজ, শংকরাচার্যের ব্রহ্ম, মায়া বা অবিদ্যা, জগৎ ও জীব সম্পর্কীয় মতবাদকে মেনে নেন নি। তিনি শংকরাচার্যের মায়াবাদের বিরুদ্ধে সাতটি আপত্তি তুলছেন। এখন রামানুজের ব্রহ্ম, শংকরাচার্যের মায়া বা অবিদ্যার বিরুদ্ধে সাতটি আপত্তি, জগৎ ও জীব সম্পর্কে বক্তব্য এবং তিনি কীভাবে শংকরের বক্তব্যের বিরুদ্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন তা আলোচিত হল।

**রামানুজের মতে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর (Ramanuja's conception of Saguna Brahman or Isvara) :** অদ্বৈতবাদী শংকরাচার্যের মতবাদ কেবলাদ্বৈতবাদ। তিনি নির্গুণ, নির্বিশেষ, অখণ্ড, চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মকেই পারমার্থিক সৎ বলেছেন। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।

*পরম সত্তা ব্রহ্ম চিৎ ও অচিৎ দ্বারা বিশেষিত*

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ শংকরাচার্যের মতো ব্রহ্মকে চরম সত্তা বললেও, চিৎ (জীব) এবং অচিৎ (জড়) এই দুটিকে ব্রহ্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলেছেন। ব্রহ্ম চিৎ এবং অচিৎ—এই দুটি বিশিষ্ট অংশ দ্বারা বিশেষিত। এই দুটি অংশই সত্য। রামানুজের মতে জগৎ ব্রহ্মের অচিৎ অংশ এবং জীবাত্মা ব্রহ্মের চিৎ অংশ। চিৎ এবং অচিৎ বিশিষ্ট ব্রহ্মকেই এক ও অদ্বিতীয় বলেছেন বলেই রামানুজের অদ্বৈতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

রামানুজের ব্রহ্ম সগুণ ব্রহ্ম। কারণ ব্রহ্ম বিশেষণযুক্ত। তিনি মনে করেন কোনও পদার্থ যদি গুণহীন হয় তবে তা কখনোই অনুভবযোগ্য হতে পারে না। একমাত্র গুণযুক্ত বিষয়ই

*ব্রহ্ম সগুণ*

অনুভবের বিষয় হতে পারে। তাই তিনি ব্রহ্মকে নির্গুণ বলেন না। ব্রহ্ম নির্গুণ হলে তা অনুভবের বিষয় হবে না। অদ্বৈতবাদী শংকর পরম সত্তা ব্রহ্মকে সগুণ বলেননি। তিনি ব্রহ্মকে নির্গুণ, নির্বিশেষ বলেছেন। ব্রহ্মের কোনও বিশেষণ নেই, কোনও গুণ দ্বারা ব্রহ্মকে ব্যাখ্যা করা যায় না। 'নেতি নেতি' ভাবে ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়। এই নির্গুণ ব্রহ্ম উপাধি বর্জিত, নিস্পপঞ্চ—তিনিই পরমব্রহ্ম। শংকরাচার্য বলেন নির্গুণ ব্রহ্ম উপাধি উপহিত হয়ে সগুণ ব্রহ্ম হন, যাকে ঈশ্বরও বলা হয়। এই সগুণ ব্রহ্মই রব্রহ্ম। রামানুজের ব্রহ্ম নির্গুণ নয়। অসংখ্য গুণসম্পন্ন ব্রহ্ম সগুণ এবং সবিশেষ। তাঁর মতে ন্ম চিৎ ও অচিৎ বিশেষণযুক্ত। শংকরাচার্য ও রামানুজ উভয়েই ব্রহ্মকে পরমতত্ত্ব বললেও ানুজের ব্রহ্ম চিৎ ও অচিৎ নামক দুটি বিশিষ্ট অংশ দ্বারা বিশেষিত। গুণসম্পন্ন ব্রহ্মই হলেন ণ ব্রহ্ম। শংকরাচার্য উপাধি-উপহিত ব্রহ্মকে সগুণ ব্রহ্ম বললেও তিনি নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম ন বলেও স্বীকার করেন। একই ব্রহ্মের দুটি ভাব মাত্র। কারণ ব্রহ্মজ্ঞানে অবিদ্যা দূরীভূত নির্গুণ নির্বিশেষ পরম ব্রহ্ম উপলব্ধ হয়। এই নির্গুণ ব্রহ্মই পরমার্থ সৎ। রামানুজের দর্শনে ন্ম বা ঈশ্বরই (চিৎ ও অচিৎবিশিষ্ট) পরম তত্ত্ব।

Scanned by CamScanner